Appendix-III

Photographs
Field visit to different Blocks of Hailakandi District

KCC holder of Lala Development Block received certificate in Kishan Mela 2009-10 organised by the Agricultural Department, Hailakandi District

A girl is working in Agricultural field

Lady finger cultivated by KCC holder

Researcher with KCC holder

Appendix-IV

Local Newspaper Bulletin presented article on Kisan Credit Card scheme

দৈনিক যুগশঙ্খ
গৌরবের ৬৩বছর
শিলচর, গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড় থেকে একযোগে প্রকাশিত

আলু-পেঁয়াজ সহ শাকসব্জির মূল্য প্রতিরোধে কৃষি বিপ্লবের ডাক দিলেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক

আনাজের দাম নিয়ে কাটলিছড়ায় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের কর্মশালা

কৃষির বিকাশে বরাদ্দ কোটি টাকার বীজ দালাল চক্রের হাতে!

হাইলাকান্দিতে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির অভিযোগ

প্রকৃত কৃষকদের নিয়ে এফএমসি পুনর্গঠনের দাবি

কেসিসি ঋণ : অর্থ সংগ্রহের অভিযোগে ব্যাঙ্ক কর্তা ঘেরাও হাইলাকান্দিতে

স্টাফ রিপোর্টার, হাইলাকান্দি : কেসিসি ঋণ প্রদান নিয়ে লাগামছাড়া দুর্নীতির অভিযোগে হাইলাকান্দির একাধিক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যখন সিবিআই তদন্ত চলছে, তখন ঋণের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে দেদার অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ উঠল এক ব্যাঙ্ক কর্তার বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধ্যায় হাইলাকান্দি শহরের রতনপুর রোডে ওই ব্যাঙ্ক কর্তাকে জনগণের ক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়। আসাম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের হাইলাকান্দি শাখার ফিল্ড অফিসার বিমলবিহারী দাসকে ঘেরাও করে রীতিমতো অপদস্থ করেন উত্তেজিত জনগণ। পরে খবর পেয়ে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সুলভচন্দ্র শর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে জনতার সঙ্গে আলোচনা করে উত্থাপিত অভিযোগ খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবশেষে ওই ব্যাঙ্ক কর্তাকে উদ্ধার করেন। সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ সংঘটিত এই ঘেরাও কাণ্ডে জেলা সদরে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রসঙ্গত, ঋণ প্রদানের নামে নিরীহ জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার অভিযোগ ওই ফিল্ড অফিসার বিমল বিহারী দাসের বিরুদ্ধে নতুন নয়। এ নিয়ে জনগণ জেলাশাসকের কাছেও অভিযোগ দায়ের করেছেন। শুধু এই নয়, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই ফিল্ড অফিসারের বিরুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের অভিযোগ এনে তাঁকে অপসারণের দাবি জানিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এও অভিযোগ রয়েছে যে, ফিল্ড ম্যানেজারের এই অর্থ সংগ্রহের অভিযানে মদত রয়েছে ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজারেরও। এ দিকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সুলভচন্দ্র শর্মা সোমবার রাতে যুগশঙ্খের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ফিল্ড ম্যানেজার ঘেরাওয়ের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, অবিলম্বে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।